৭/১১/২০০৩

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# কোথাও বই আছে পড়ার পরিবেশ নাই আবার কোথাও পর্যাপ্ত বই নাই

## তারুণ্যের পাঠাগার চর্চা

রেজানুর রহমান ॥ লাইব্রেরী হইল জ্ঞানের আধার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য, দেশের অধিকাংশ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় লাইব্রেরী নাই। আবার যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরী আছে সেখানে পর্যাপ্ত বই নাই। বই থাকিলেও পড়ার পরিবেশ নাই। ফলে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে লাইব্রেরীমুখী প্রবণতা দিনে দিনে হ্রাস পাইতেছে। শহর, গ্রামের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী শুধু পুঁথিগত বিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। সারাদেশে প্রায় ২৫ হাজার সরকারী-বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা রহিয়াছে। ইহার মধ্যে সরকারী-বেসরকারী কলেজের সংখ্যা ২ হাজার ১৯৮, নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১৫ হাজার ২৯৩, মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি করিয়া লাইব্রেরী এবং লাইব্রেরীর জন্য একজন করিয়া শিক্ষক/কর্মকর্তা থাকার কথা থাকিলেও শতকরা ৭০ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই নিয়ম অনুসরণ করা হয় নাই। গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা খুবই করুণ। যেখানে অংক, ইংরেজী, বিজ্ঞানের অভিজ্ঞ শিক্ষক নাই,
সেখানে লাইব্রেরী ও লাইব্রেরীর জন্য বাড়তি শিক্ষক নিয়োগের কথা মোটেই গুরুত্ব পাইতেছে না।

স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষা কাঠামোয় লাইব্রেরী ও লাইব্রেরীয়ানের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। শ্রেণীকক্ষের পড়াশুনার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে গল্প, উপন্যাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাসের বইয়ের প্রতি আগ্রহী করিয়া তোলার লক্ষ্যে ১০/১৫ বছর

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

## তারুণ্যের লাইব্রেরী চর্চা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আগেও অধিকাংশ 'স্কুল-কলেজে লাইব্রেরী ছিল। নির্দিষ্ট শিক্ষক অথবা কর্মকর্তা-রেজিষ্ট্রার 'মেইনটেইন' করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই তুলিয়া দিতেন। নির্দিষ্ট বইয়ের উপর আলোচনা করা হইত। বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরীর প্রচলন উঠিয়া গিয়াছে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামোয় লাইব্রেরীয়ান সংক্রান্ত কোন পদের কথা উল্লেখ নাই। অথচ প্রতি বছর স্কুল-কলেজের ভর্তি মওসুমে নূতন ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে লাইব্রেরী অর্থাৎ পাঠাগার খাতে অর্থ আদায় করা হইতেছে। কিন্তু পাঠাগারের কোন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইতেছে না।

গত কয়েক বছরে একাধিকবার শিক্ষা মন্ত্রালয়ের একটি প্রজেক্টের আওতায় কলেজ পর্যায়ে লাইব্রেরীর জন্য বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হইয়াছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র জানায়, গ্রামের অনেক কলেজে এই সব বই প্রিন্সিপাল অথবা প্রভাবশালী শিক্ষক-শিক্ষিকার বাসায় শোভা পাইতেছে। কিছু কলেজের লাইব্রেরীর আলমারীতে বই শোভা পাইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এই বই পড়ায় আগ্রহী করিয়া তোলার কোন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় নাই।

অভিজ্ঞ মহলের মতে শুধু কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে স্কুল-কলেজের পাঠাগার চর্চা গুরুত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে। একজন কলেজ শিক্ষক বলিলেন, যেখানে অংক-ইংরেজীতে ভাল, দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা নাই সেখানে লাইব্রেরী ও লাইব্রেরীর জন্য শিক্ষক/কর্মকর্তা প্রত্যাশা করাটা উন